STUDY MATERIAL

VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

NAAC ACCREDITED GRADE-A

PHILOSOPHY

(HONOURS)

SEMESTER:2

CC3 :Outline of Indian Philosophy

Name of the teacher: Pragya Bhattacharjee

Assistant professor, Dept. of Philosophy

বিষয়: মীমাংসা দর্শন

আলোচ্য বিষয়

- অর্থাপত্তি
- অর্থাপত্তির শ্রেণীবিভাগ
- অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমাণ বলা যায় কি?

ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত আস্তিক দর্শন সমূহের মধ্যে মীমাংসা দর্শন অন্যতম। এই মীমংসা দর্শনের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হল প্রাভাকর সম্প্রদায় ও ভাট্ট সম্প্রদায়। বিভিন্ন বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা উভয়েই অর্থাপত্তিকে জ্ঞানের উৎস বিষয়ক অন্যতম প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন। বর্তমানে আমরা এই অর্থাপত্তি বিষয়ে আলোচনা করব।

●<u>অর্থাপত্তি</u>●

অর্থাপত্তি শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই দুটি শব্দ। অর্থ ও আপত্তি। অর্থসই আপত্তি অর্থাপত্তি। অর্থ শব্দের অর্থ বাস্তব বিষয়। এবং আপত্তি শব্দের অর্থ কল্পনা। কোনো বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আপাত অসংগতি ব্যাখ্যা করার জন্য যখন অন্য কোন বিষয় কল্পনা করে হয় তখন সেই বিষয় কল্পনা করাকেই বলা হয় অর্থ পত্তি। সহজ ভাবে বলা যেতে পারে যে অন্য কোনো ভাবে যখন কোন বিষয়ের উপপাদ্য সম্ভব হয় না, তখন সেই অসংগতি বা অনুপপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয় তাকেই অর্থাপত্তি বলে।

●<u>অর্থাপত্তির শ্রেণীবিভাগ</u>●

অর্থাপত্তি দুইপ্রকার।

●দৃষ্টার্থাপত্তি

●শ্রুতার্থাপত্তি

<u>দৃষ্টার্থাপত্তি:</u>দৃষ্ট কোনো বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করা হয় তাকে বলে দৃষ্টার্থাপত্তি।

উদাহরণ: “পিন দেবদত্ত দিবা না ভূঙতে”।

অর্থাৎ স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে আহার করে না। অথচ দেবদত্তকে স্থূল অবস্থায় আমরা দেখে পাচ্ছি। সে দিনের বেলায় আহার করছে এমন দৃশ্য কেও দেখেনি। স্থূলত্বের সাথে উপবাস থাকার অসঙ্গতি চোখে পড়ে। অতএব সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের কল্পনা করতে হয় যে দেবদত্ত রাত্রে ভোজন করে। এক্ষেত্রে স্থূলত্বের জ্ঞান হল উপপাদ্যের জ্ঞান। এটি হল করন। আর নৈশ ভোজের জ্ঞান হল উপপাদকের জ্ঞান। এটি হল ফল। উল্লেখ্য অর্থাপত্তি শব্দটির দ্বারা প্রমা ও প্রমাণ উভয়কেই বোঝানো যায়।

<u>শ্রুতার্থাপত্তি:</u> শ্রুত কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য যে কল্পনা করে হয় তাকে বলে শ্রুতার্থাপত্তি।

উদাহরণ: "জীবিত চৈত্ত গৃহে নাই" । এখানে দুটি বিষয়ের জ্ঞান আছে।

(১) "চৈত্ত জীবিত" এবং(২) "চৈত্ত গৃহে নাই"। এই দুটি বাক্যের মধ্যেকার অসংগতি ব্যাখ্যার জন্য কল্পনা করতে হয় যে চৈত্ত বাইরে আছে। এখানে চৈত্তের বাইরে থাকার যে জ্ঞান হয় তাকেই শ্রুতার্থাপত্তি বলে। এক্ষেত্রে চৈত্তের গৃহে না থাকা হল উপপাদ্য এবং বাইরে থাকার কল্পনা উপপাদক।

●<u>অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমান বলা যায় কি?</u>●

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখা অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমান রূপে স্বীকার না করলেও মীমাংসক ও বৈদান্তিকগন অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমান রূপে স্বীকার করেছেন।

মীমাংসক মতে অর্থাপত্তিকে প্রত্যক্ষ মনে করে সম্ভব নয়। কারন অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় না। আবার

অর্থাপত্তিকে অনুমান ও বলা চলে না। কারন অনুমান ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞানের কোন ভূমিকা থাকে না।

অর্থাপত্তি প্রমাণ উপমানের থেকেও ভিন্ন। কারন উপমান প্রমাণ সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অর্থপত্তির ক্ষেত্রে কোন সাদৃশ্য জ্ঞান থাকে না।

অর্থাপত্তি শব্দ জ্ঞান থেকেও স্বতন্ত্র। কারন অর্থাপত্তির জ্ঞান কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান নয়। তাকে আপ্ত বাক্য বলা যায় না।

অতএব আমাদের পরিচিত কোন প্রকার প্রমানের সাহায্যে অর্থাপত্তির ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অনেক জ্ঞানই অর্থাপত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। অতঃপর মীমাংসক মতে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তথ্য সূত্র:

ভারতীয় দর্শন- ভট্টাচার্য্য সমরেন্দ্র; বুক সিন্ডিকেট

ভারতীয় দর্শন- সেন দেবব্রত ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারতীয় দর্শন- বাগচী দীপক; প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স

তর্কসংগ্রহ : গোস্বামী নারায়ন চন্দ্র; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার